ইসলামী আইনের উৎস

(Sources of Islamic Law)

মুহাম্মদ রুহুল আমিন

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ইসলামী আইনের উৎস
মুহাম্মদ রুহুল আমিন

বি আই এল আর এল এ সি-১০

ISBN : 978-984-90208-6-8

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১৩

© সংরক্ষিত

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৯৫৭৬৭৬২ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
www.ilrcbd.org

কম্পোজ
ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স বিভাগ

প্রচ্ছদ
আন-নূর

মুদ্রণ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

দাম ঃ ৩০০ টাকা US $ 20

ISLAMI AINER UTSHA (Sources of Islamic Law), Written by Md. Ruhul Amin and Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 300 US $ 20

প্রকাশকের কথা

বৃহত্তর মানবকল্যাণের ধারণাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্য নিয়েই সাধারণত আমাদের দেশে আইনপ্রণয়নের প্রেক্ষাপট তৈরি করা হয়। বিভিন্ন দেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বৃহত্তম মানবকল্যাণের দিকটিকেই প্রাধান্য দেয়ার দাবী করা হয়। কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই এসব আইনে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কল্যাণের ব্যাপারটি প্রাধান্য পায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আইন রচনার উদ্দেশ্যের সাথে কোনো স্বার্থপর শক্তি বা জনগোষ্ঠীর স্বার্থোদ্ধারের অস্পষ্ট ফন্দি থাকে। কারণ, স্যেকুলার আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রসংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিধি-বিধান তৈরির ক্ষেত্রে এমন কোনো সার্বজনীন নীতি-কাঠামো নেই, যা বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কল্যাণের বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

ইসলাম শুধু জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানবকল্যাণই নিশ্চিত করেনি, পনেরোশত বছর পূর্ব থেকেই ইসলামের প্রতিটি বিধান প্রাকৃতিক ভারসাম্য তথা গোটা জগতের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতিও শতভাগ যত্নবান থেকেছে।

'ইসলামী আইনের উৎস' শীর্ষক এই গ্রন্থটি ইসলামী আইন রচনা, ইসলামী আইন অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের একটি গাইডলাইন। একবিংশ শতাব্দীর এই যুগেও মানবজীবনের প্রতিটি সমস্যা কিভাবে ইসলামী বিধানের আলোকে সমাধান করা সম্ভব, এরই কৌশল ও রীতি-পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে এ গ্রন্থে। মুহাম্মদ রুহুল আমিন একজন শিকড়সন্ধানী তরুণ গবেষক। ইতোমধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে তিনি বোদ্ধামহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের সহায়ক এ ধরনের পুস্তকের অভাববোধ থেকে আমরা এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করতে একাধিক বিশেষজ্ঞ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তবুও কোন কোন জায়গায় হয়তো অস্পষ্টতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হতে পারে। সুহৃদ পাঠকগণ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আমরা আশা করি, এ গ্রন্থ দ্বারা সকল পাঠক উপকৃত হবেন। বিশেষ করে আইন, শরীআহ, ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জন্য এটি পথনির্দেশক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার সঠিক বিধান বুঝা এবং তা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

(মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম)
জেনারেল সেক্রেটারি
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত আলেম ও গ্রন্থকার, রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মানীত সদস্য, সর্বাধিক প্রচারিত ইসলামী পত্রিকা 'মাসিক মদীনা'-এর সম্পাদক
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান-এর

অভিমত

ইসলামী জীবনব্যবস্থার সর্বজনীনতা, পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের একটি মৌলিক দিক হলো ইসলামী আইন ও ইসলামী বিচারব্যবস্থা। আইন ও বিচারব্যবস্থার সাথে ইসলামের আকীদা বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী তথা সার্বিক কর্মকাণ্ডের সম্মিলন ঘটার কারণে ইসলামী আইন বহুমাত্রিক গুরুত্ব বহন করে। ইসলামী আইন অন্যান্য আইন থেকে যেসব কারণে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তার অন্যতম দিক হলো, ইসলামী আইনের রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা (Principles)। আইন প্রণয়নের জন্য ইসলামী আইনে একটি স্বতন্ত্র নীতিশাস্ত্র রয়েছে। এ শাস্ত্রকে উসূলুল ফিক্‌হ (The Principles of Islamic Jurisprudence) বলা হয়।

হিজরী ৩য় / খ্রিস্টীয় ৯ম শতাব্দীতে এ উসূলে ফিকহের উৎপত্তি হয়েছে মনে করা হলেও অনুসন্ধানে দেখা যায়, হিজরী ১ম / খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এ বিষয়ক আলোচনা শুরু হয়। ইমাম আবূ হানীফা (৬৯৯-৭৬৭ খ্রি.) 'আল-রাঈ' (যুক্তি-দর্শন) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যাতে ইসলামী আইন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যুক্তি-দর্শন প্রয়োগের নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ইমাম আবূ হানীফার দুই সহচর ইমাম আবূ ইউসূফ (৭৩১-৭৯৮ খ্রি.) ও ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়বানী (৭৪৯-৮০৪ খ্রি.) এ বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখেন। ইমাম আবূ ইউসুফ প্রধান বিচারপতি থাকাবস্থায় সর্বপ্রথম 'উসূলুল ফিকহ' পরিভাষাটি ব্যবহার করেন এবং ইমাম মুহাম্মদ আল-'ইজতিহাদ আর-রাঈ' (যুক্তিনির্ভর ইজতিহাদ) ও 'আল-ইসতিহসান' (উত্তম বিধানের অগ্রাধিকার/Doctrine of Juristic Preference) বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, ইমাম শাফিঈ (৭৬৭-৮২১ হি.) তাঁর 'আর-রিসালাহ' (বার্তা) গ্রন্থটি প্রণয়নের মাধ্যমে এ শাস্ত্রকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা হিসেবে উপস্থাপন করেন।

ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস (Material Source) কুরআন ও সুন্নাহ। কিন্তু যেসব বিষয়ের বিধান সরাসরি কুরআন অথবা সুন্নাহে নেই সেসব বিষয়ের 'আহকাম' বা বিধি প্রণয়নই (Formulate of Ruling) উসূলুল ফিকহের উদ্দেশ্য। কুরআন ও সুন্নাহ'র পাশাপাশি ইসলামী আইন উৎসারিত হওয়ার আরও কিছু সম্পূরক উৎস (Complementary Subordinate Sources) রয়েছে। ইসলামী আইনের মৌলিক ও সম্পূরক এ দু'ধরনের উৎসের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে জনাব মুহাম্মদ রুহুল আমিন 'ইসলামী আইনের উৎস' শীর্ষক এ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

মুহাম্মদ রুহুল আমিন পেশায় একজন শিক্ষক হলেও তাঁর মূল পরিচয় তরুণ শিকড়সন্ধানী গবেষক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে। ইসলামী আইনের বিভিন্ন বিষয়ে পূর্বসূরি আলিমগণের মতামতকে সম্বল করে এর আধুনিক প্রয়োগের দিক-নির্দেশনা প্রদানই তাঁর লেখার মূল বৈশিষ্ট্য। আশা করি, তার প্রণীত 'ইসলামী আইনের উৎস' গ্রন্থটিও পাঠকমহলে সমাদৃত হবে।

জনাব আমিন তাঁর গ্রন্থের শুরুতে আইন (Law), কানূন (Act), ফিক্‌হ (Islamic Jurisprudence), শরীআহ (Law of Islam) ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা

করেছেন। ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য আইনের সাথে এর তুলনা করে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামী আইন সার্বজনীন এবং সর্বকালের সব মানুষের জন্য কল্যাণের নিশ্চয়তা দেয়।

ইসলামী আইনের যেসব উৎসের ব্যাপারে সকলের মতৈক্য রয়েছে যেমন কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের বর্ণনার ক্ষেত্রে এগুলোর আইনী মর্যাদা (Legal Position), কুরআনের আইন বর্ণনা পদ্ধতি, কুরআন থেকে আইন উদ্ভাবনের নীতিমালা, আইন বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ'র পারস্পরিক সম্পর্ক, ইজমা ও কিয়াসের প্রামাণিকতা (Authenticity), বর্তমান সময়ে ইজমা'র সম্ভাব্যতা, কিয়াসের মাধ্যমে বিধান নির্ণয়ের মূলনীতি ইত্যাদি বিষয় এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্যদিকে সম্পূরক উৎসসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক বিভিন্ন মাযহাবের (Juristic Schools) দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখপূর্বক এর প্রামাণিকতা বর্ণনা করেছেন এবং এগুলোর ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবনের শর্ত ও বর্তমান সময়ে তার প্রয়োগের নীতিমালা তুলে ধরেছেন।

গ্রন্থটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ইসলামী আইন সম্পর্কে আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা চিহ্নিত করে তথ্য-প্রমাণ ও যুক্তির আলোকে তা খণ্ডন করা হয়েছে। এছাড়াও সমকালীন বিষয়সমূহের ইসলামী বিধান নির্ণয়ের জন্য পূর্বসূরি মুসলিম মুজতাহিদগণ নির্দেশিত এসব উৎসের পাশাপাশি অন্য কী কী পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কিত আলোচনাটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের ইসলামী আইন গবেষকদের পাথেয় হিসেবে কাজ করবে। আমি মনে করি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সভ্যতার উৎকর্ষ, জীবনাচরণের পরিবর্তন কোনো কিছুই ইসলামী আইনের সার্বজনীনতা ও উপযোগিতাকে যে ব্যর্থ ও অকার্যকর প্রমাণ করতে পারবে না, গ্রন্থকার তা অত্যন্ত সফলতার সাথে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

"বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগাল এইড সেন্টার" প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের জন্য সুধী মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। এর নানামুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যে ইসলামী আইন বিষয়ক গবেষণামূলক প্রকাশনা অন্যতম। আমার মনে হয় এরই ধারাবাহিকতায় 'ইসলামী আইনের উৎস' গ্রন্থটি কর্তৃপক্ষ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তথ্যবহুল এ গ্রন্থটি ইসলামী আইনের শিক্ষার্থী ও ইসলামী আইন বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণায় আগ্রহীদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে। এ কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য লেখক আমাদের সকলের আন্তরিক মোবারকবাদ ও বিশেষ দু'আ পাওয়ার যোগ্য। আমি এ গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। সেই সাথে প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি ও সাফল্যের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি।

(মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)
মদীনা ভবন
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রকাশের প্রাক্কালে লেখকের কথা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসা আদায় করছি, যার একান্ত অনুগ্রহে 'ইসলামী আইনের উৎস' গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগাল এইড সেন্টার ২০১০ সালে আমাকে 'ইসলামী আইনের উৎস' শীর্ষক একটি পুস্তিকা লেখার দায়িত্ব প্রদান করে। কাজ চলা অবস্থায় পিএইচ.ডি গবেষণার প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ায় চলে আসি। এখানে আসার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী দারুল হিকমাহ, ইসলামিক রিভিল্ড নলেজ অনুষদ, আহমদ ইবরাহীম ল' অনুষদসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগীয় লাইব্রেরী ও রিসোর্স সেন্টারে ইসলামী আইন বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত দেখে নিজেকে কূয়া থেকে সাগরে আসা ব্যাঙের মতো মনে হয়। পরবর্তীতে ল' রিসার্চ সেন্টারের সম্মতিতে পুস্তিকাটিকে পুস্তকে রূপদান করি।

পৃথিবীর কোনো আইনের সাথে ইসলামী আইনের তুলনা চলে না। এ এমন এক সার্বজনীন ও সর্বব্যাপী আইন যা মানুষের জন্মের পূর্ব থেকে শুরু করে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সর্বস্তর ও সব দিকের বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে। আখিরাতের জীবনে এ আইনেই পুরস্কার ও শাস্তি কার্যকর করা হবে। আল্লাহ-প্রদত্ত ওহী অথবা ওহীভিত্তিক নির্দেশনাই এ আইনের উৎস। পনের পরিচ্ছেদের এ গ্রন্থটির প্রথম পরিচ্ছেদে ইসলামী আইনের মৌলিক ধারণা বিধৃত হয়েছে। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পরিচ্ছেদসমূহে ইসলামী আইনের যেসব উৎসের ব্যাপারে আলিমগণের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তথা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সম্পূরক উৎসসমূহের বর্ণনা এসেছে ষষ্ঠ থেকে চতুর্দশ পরিচ্ছেদের মধ্যে। সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের জন্য বর্ণিত উৎসসমূহের পাশাপাশি অন্য যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে সেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশিষ্টে আরবী, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ইসলামী আইন-সংশ্লিষ্ট পরিভাষাসমূহের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। সবশেষে গ্রন্থটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যেসব উৎসগ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে গ্রন্থপঞ্জি সাজানো হয়েছে।

ল' রিসার্চ সেন্টারের মুহতারাম জেনারেল সেক্রেটারি ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী মাওলানা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সাহেবের

স্নেহসুলভ নির্দেশ-নির্দেশনা ও সহকারী পরিচালক মুহতারাম শহীদুল ইসলামের উপর্যুপরি তাগিদ বইটি রচনার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি থেকে অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। যাদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ার ফিকহ ও উসূলুল ফিক্হ বিভাগের অধ্যাপক ও আমার পিএইচ.ডি গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা সারা জীবনের জন্য প্রেরণা হয়ে থাকবে। একি বিভাগেরই অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তাহির আল-মাইসাভী শেষ পর্যায়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সন্ধান দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমদ আলীর কঠোর শ্রমসাধ্য সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করার কারণে ত্রুটি ও ঘাটতি অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে। সহপাঠী বন্ধু ও সহকর্মীদের অনেকেই গ্রন্থটির মানোন্নয়নে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। আমার হতোদ্দমে তারা সাহস যুগিয়েছেন হতাশায় উজ্জীবিত করেছেন। বইটি রচনার সময় আমার পরিবারের সদস্যরা যে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন তার স্বীকৃতি না দিলে কৃপণতার পরিচয় দেয়া হবে। বিশেষত আব্বা মাওলানা গোলাম রব্বানী, আম্মা খাদীজা তাহিরা, স্ত্রী রোমানা জামান ও শিশুপুত্র 'উমার বিন আমিন আল্লাহর দীনের বৃহত্তর স্বার্থে তাদের বঞ্চনাকে হাসি মুখে মেনে নিয়েছেন। 'ইসলামী আইনের উৎস' গ্রন্থটি তাঁদের সবার কাছে ঋণী হয়ে থাকল। মহান আল্লাহ তাঁদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

মুহাম্মদ রুহুল আমিন
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া
আগস্ট, ২০১৩

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৩

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামী আইনের পরিচয় (১৫-৩৮)

আইন ১৫
কানূন ১৬
ফিক্‌হ ১৭
শারীআহ ২২
ইসলামী আইন ২৪
ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য ২৫
ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য ২৬
ইসলামী আইন ও অন্যান্য আইনের মধ্যে পার্থক্য ৩১
ইসলামী আইনের উৎস ৩৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল-কুরআন (৩৯-৬২)

পরিচয় ৩৯
কুরআন অবতরণ ও সংরক্ষণ ৪১
গ্রন্থবদ্ধকরণ ৪২
কুরআনের প্রামাণিকতা ৪৩
বিধান বর্ণনায় আল-কুরআন ৪৫
বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআনের পদ্ধতি ৪৭
করণীয় বিষয় উল্লেখের ক্ষেত্রে কুরআনের পদ্ধতি ৪৯
বর্জনীয় কার্যাবলি উল্লেখের ক্ষেত্রে কুরআনের পদ্ধতি ৫২
ঐচ্ছিক বিধান বর্ণনায় কুরআনের পদ্ধতি ৫৬
কুরআন থেকে আইন নির্ণয়ের নীতিমালা ৫৭
এক নজরে কুরআনে বর্ণিত আইন ৬০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সুন্নাহ (৬৩-৮৮)

পরিচয় ৬৩
সুন্নাহ-সংশ্লিষ্ট কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় ৬৪
সুন্নাহের প্রামাণিকতা ৬৫
সুন্নাহর প্রামাণিকতা অস্বীকারকারীদের যুক্তি খণ্ডন ৭০
সুন্নাহর প্রকারভেদ ও তার আইনী মর্যাদা ৭৩
কর্মসূচক সুন্নাহর আইনী মর্যাদা ৭৭
খবরে আহাদের আইনী মর্যাদা ৭৮
মুরসাল হাদীসের আইনী মর্যাদা ৮২
আইন বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহের পারস্পরিক সম্পর্ক ৮৪
সুন্নাহর আইনী বৈপরীত্য নিরসন ৮৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইজ্‌মা (৮৯-১১০)

পরিচয় ৮৯
ইজ্‌মার প্রামাণিকতা ৯১
ইজ্‌মার আইনী মর্যাদা ৯৬
ইজ্‌মার প্রকারভেদ ৯৬
ইজ্‌মার রুকন ৯৮
ইজ্‌মার শর্ত ৯৯
ইজ্‌মা সংঘটনের আইনী ভিত্তি ১০০
দু'টি মতের উপর মুজতাহিদগণের মতৈক্য ১০৫
বর্তমান যুগে ইজ্‌মার সম্ভাবনা ১০৬
ইজ্‌মার কিছু দৃষ্টান্ত ১০৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : কিয়াস (১১১-১৩০)

পরিচয় ১১১
কিয়াসের রুকন ১১৩
কিয়াসের শর্ত ১১৪
কিয়াসের প্রামাণিকতা ১১৬
কিয়াস অস্বীকারকারীদের যুক্তি ও তার উত্তর ১১৯
কিয়াসের প্রকারভেদ ১২৪
কিয়াস-সংশ্লিষ্ট কিছু জরুরি জ্ঞাতব্য ১২৫
বিধান ও ইল্লাতের মধ্যকার উপযুক্ততা ১২৬
ইল্লাত অবগত হওয়ার পদ্ধতি ১২৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ইসতিহসান (১৩১-১৪৮)

পরিচয় ১৩১
বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিতে ইসতিহসান ১৩৩
ইসতিহসানের প্রামাণিকতা ১৩৯
ইসতিহসানের প্রকারভেদ ১৪৪

সপ্তম পরিচ্ছেদ : মাসালিহ মুরসালাহ (১৪৯-১৬২)

পরিচয় ১৪৯
প্রকারভেদ ১৫০
বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিতে মাসালিহ মুরসালাহ ১৫১
মাসালিহ মুরসালাহর প্রামাণিকতা ১৫৫
মাসালিহ মুরসালাহর প্রামাণিকতা অস্বীকারকারীদের যুক্তি ১৫৭
মাসালিহ মুরসালাহর প্রামাণিকতা সাব্যস্তকারীদের বক্তব্য ১৫৮
মাসালিহ মুরসালাহ প্রয়োগের শর্ত ১৬০
মাসালিহ মুরসালাহর ভিত্তিতে কৃত কিছু ইজতিহাদ ১৬১

অষ্টম পরিচ্ছেদ : উরফ (১৬৩-১৭৬)
পরিচয় ১৬৩
উরফ ও আদাতের পার্থক্য ১৬৪
উরফের প্রকারভেদ ১৬৫
উরফের প্রামাণিকতা ১৬৬
উরফের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের শর্ত ১৭০
নাস্ ও উরফের বৈপরীত্য ১৭১
উরফ সংশ্লিষ্ট ফিকহী কা'য়িদা.....১৭২
উরফের কিছু প্রায়োগিক উদাহরণ ১৭৫

নবম পরিচ্ছেদ : সাদ্দুয যারায়ে' (১৭৭-১৯০)
পরিচয় ১৭৭
সাদ্দুয যারায়ে'-এর রুকন.....১৭৯
প্রকারভেদ ১৮০
সাদ্দুয যারায়ে' সম্পর্কে বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি ১৮১
সাদ্দুয যারায়ে'-এর প্রামাণিকতা ১৮৪
সাদ্দুয যারায়ে' নীতি প্রয়োগের শর্ত ১৮৯
প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত ১৯০

দশম পরিচ্ছেদ : ইসতিসহাব (১৯১-২১০)
পরিচয় ১৯১
ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা ১৯৩
ইসতিসহাবের প্রকারভেদ ২০২
ইসতিসহাবের শর্ত ২০৫
ইসতিসহাব-সংশ্লিষ্ট ফিকহী কা'য়িদা ২০৬

একাদশ পরিচ্ছেদ : আমালু আহলিল মাদীনা (২১১-২২৬)
পরিচয় ২১১
আমালু আহলিল মাদীনা বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম মালিকের ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ.....২১৩
আমালু আহলিল মাদীনার মূল প্রতিপাদ্য.....২১৪
আমালু আহলিল মাদীনার বিভিন্ন স্তর ও তার আইনী মর্যাদা২১৬
আমালু আহলিল মাদীনার প্রামাণিকতা ২২১
আমালু আহলিল মাদীনা গ্রহণের শর্ত ও নীতিমালা ২২৪

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : কাওলুস সাহাবী (২২৭-২৪০)
পরিচিতি ২২৭
কাওলুস সাহাবী দ্বারা উদ্দেশ্য ২৩১
কাওলুস সাহাবী সম্পর্কে মতৈক্য ও মতানৈক্যের ক্ষেত্রসমূহ ..২৩১
কাওলুস সাহাবীর প্রামাণিকতা.....২৩৪
কাওলুস সাহাবী গ্রহণের শর্ত.....২৪০

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : শার'উ মান কাবলানা (২৪১-২৫৬)
পরিচয় ২৪১
শ্রেণিভেদ ও তার আইনী মর্যাদা ২৪২
শারউ মান কাবলানার প্রামাণিকতা ২৪৭
শারউ মান কাবলানা নীতি প্রয়োগের শর্ত ২৫৫

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : যেসব বিষয় ইসলামী আইনের উৎস নয় (২৫৭-২৬৪)
রোমান আইন.....২৫৭
অন্য আইনের সূত্র.....২৫৯
আকল বা বুদ্ধি-বিবেচনা ২৬১
ইলহাম ২৬২

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : সাম্প্রতিক বিষয়ের ইসলামী বিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতি (২৬৫-২৮০)
সাম্প্রতিক বিষয় ২৬৫
নবীযুগে সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদানের পদ্ধতি ২৬৫
সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদানে সাহাবীগণের পদ্ধতি...২৬৬
সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদানে তাবি'ঈগণের পদ্ধতি ..২৬৮
সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতি.....২৬৮
১. শার'ঈ দলীলের মাধ্যমে বিধান নির্ণয়.....২৬৯
২. ফিক্হী কা'য়িদার মাধ্যমে বিধান নির্ণয় ২৭০
৩. তাখরীজে ফিক্হীর মাধ্যমে বিধান নির্ণয় ২৭৩
৪. মাকাসিদে শারী'আহ-এর ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবন .২৭৫
শারী'আহ অভিযোজন..... ২৭৮

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি.....২৮১
ইসলামী আইনের পরিভাষাসমূহ.....৩০১

ভূমিকা

ইসলাম মানবজীবনের একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এ পূর্ণতার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔

"আজ আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম ও ইসলামকেই তোমাদের জীবনব্যবস্থা মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা : ৩)

এ আয়াত ইসলামের বিধি-বিধান, নিয়ম-নীতির পূর্ণতার স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। আমাদের উপর মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ যে, তিনি ইসলামী আইনের বিভিন্ন উৎস নির্ধারণ করেছেন। যার মাধ্যমে ইসলাম একটি গতিশীল, বিশ্বজনীন, নতুন নতুন ঘটনাপ্রবাহে এগিয়ে চলা মানুষের জীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্তকারী ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত হয়। বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল ও ওহীর ধারা বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও যুগের বিবর্তনে আজও ইসলাম নিজেকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম। ইসলামী আইনের উৎস দুই ভাগে বিভক্ত :

১. ওহী অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ, যাকে নাস্ হিসেবে নামকরণ করা হয়।

২. যেসব উৎস সরাসরি ওহী নয়, অর্থাৎ ইজতিহাদ-প্রসূত। যেমন ইজ্মা, কিয়াস, ইসতিহসান, মাসালিহ মুরসালাহ, ইসতিসহাব ইত্যাদি।

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অধিকাংশ আলিম কুরআন, সুন্নাহ, ইজ্মা ও কিয়াস ইসলামী আইনের উৎস হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। একইভাবে তাঁরা এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, এ চারটি উৎস ছাড়া ইসলামী আইনের আরও সম্পূরক উৎস রয়েছে, কিন্তু সে উৎসগুলো কী কী, তা নির্ধারণে তাঁরা মতভেদ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা নুমান ইব্ন সাবিত [৮০-১৫০হি.] (রাহ.) ইসতিহসানকে, ইমাম মালিক ইব্ন আনাস [৯৩-১৭৯হি.] (রাহ.) মাসলিহা মুরসালাহকে এবং ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস আশ্-শাফি'ঈ [১৫০-২০৪হি.] (রাহ.) ইসতিসহাবকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইসলামী আইনের সম্পূরক উৎসগুলো মূলত আইনের কোন স্বতন্ত্র উৎস নয়; বরং এগুলো আইনের একেকটি পথনির্দেশক। একজন মুজতাহিদ যখন নাস্, ইজ্মা' ও কিয়াসের মধ্যে নতুন বিষয়ের বিধান না পান, তখন এগুলোর মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবন

করতে পারেন। এসব উৎস ছাড়াও আইন-গবেষক বা মুজতাহিদ কুরআন ও সুন্নাহ সম্মত অন্য যে কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন। কেননা যুগের বিবর্তন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উৎকর্ষ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রেক্ষিতে ইসলামের গতিশীলতা ও উপযোগিতা প্রমাণের জন্য মুজতাহিদ নতুন বিষয়ের বিধান নির্ণয়ে নির্দেশপ্রাপ্ত। কারণ মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত প্রতিটি গৌণ বিষয়ের বিধান ওহীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেননি; বরং স্থান, কাল, অবস্থা, পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিকতাভেদে গৌণ বিষয়ের বিধান বের করার দায়িত্ব সমকালীন মুজতাহিদগণের উপর অর্পণ করার মাধ্যমে ইসলামকে শাশ্বত ও জীবন্ত বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এই গ্রন্থে ইসলামী আইনের মৌলিক ও সম্পূরক উৎসসমূহ আলোচনার প্রাক্কালে এগুলোর পরিচয়, আইনী মর্যাদা, ইসলামী আইনের শাখা-প্রশাখায় এগুলোর প্রভাব বর্ণনাপূর্বক এ ব্যাপারে আইনের নীতিমালা, শাস্ত্রবিদগণের মতামত ও তাঁদের মতপার্থক্য সমন্বয়ের মাধ্যমে তুলনামূলক ফিক্হের মানদণ্ডে সর্বজনগ্রাহ্য একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে। ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে ইমামগণের গৃহীত উৎসসমূহ বর্ণনার সাথে সাথে সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের জন্য বর্তমানে যেসব উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়, সর্বশেষ পরিচ্ছেদে সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামী আইনের উৎস শীর্ষক এ গ্রন্থটি মূলত উসূলবিদদের প্রণীত প্রামাণ্য গ্রন্থের ভিত্তিতে রচিত। গ্রন্থে উসূলবিদদের উসূলী পরিভাষার সাথে সমসাময়িক আইনী পরিভাষার যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করা হয়েছে; যাতে সব শ্রেণির পাঠক এ থেকে উপকৃত হতে পারেন। এ ছাড়া গ্রন্থের শেষে আরবী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ইসলামী আইন-সংক্রান্ত পরিভাষার একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করি, ইসলামী আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিশেষত এ বিষয়ক শিক্ষার্থী, গবেষক ও শিক্ষকগণ এ গ্রন্থ থেকে উপকার লাভ করতে পারবেন।

মহান আল্লাহ এ কাজকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করুন।